আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

- মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনের লক্ষ্যে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত এবং ক্রমাগত বৃদ্ধিকরণ;
- মাংস ও চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন পদ্ধতি নিরাপদকরণ;
- ঈদ-উল-আযহা এর সময় হাটে পর্যাপ্ত সুস্থ সবল গরুর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে গ্রামীন উন্নয়ন ও শিল্পায়নে সহায়তা করা;
- জৈব সার সহজলভ্য করা;
- পরিবেশ দূষণমুক্ত ও গবাদিপশুজাত শিল্প গড়ে তোলা;
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ;
- কর্মসূচী সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এ কাজে উৎসাহিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের সুবিধা সমূহ ঃ

- স্বল্প মূলধন ও কম জায়গার প্রয়োজন হয়।
- অল্প সময়ের (৪-৬ মাসের) মধ্যে গরু হৃষ্টপুষ্ট করে অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা যায় অর্থাৎ আর্থিক মুনাফা অর্জন করা যায়।
- খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে লাভসহ মুনাফা ফেরত পাওয়া যায়।
- বেকার এবং নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি।
- বসতভিটা আছে এমন সকল পরিবার স্বল্প বিনিয়োগকরে এ প্রকল্পের আওতায় আসার ব্যাপক সুযোগ লাভ করতে পারে।
- বাজারের মাংসের চাহিদা সব সময় বেশি থাকার কারণে বাজার দর নিম্নগতির সম্ভাবনা কম ও লোকসানের ঝুঁকি কম থাকে।
- বাড়ন্ত গরুর রোগ-ব্যাধির প্রকোপ খুব কম থাকে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভবনা খুব কম।
- স্থানীয় বাজার-হাট থেকে অনায়াসে পশু ক্রয় করে প্রকল্প শুরু করা যায়।
- স্থানীয় ভাবে খাদ্যের সাথে বাড়ীর উচ্ছিষ্ঠ খাদ্যের সদ্ব্যাবহার হয়।
- হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম সারা বছর ব্যাপি(প্রতি ৪ মাস অন্তর অন্তর বছরে ৩ বার) করা যায়।

গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য নিকটস্থ
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করুন।